ANANDA BAZAR PATRIKA - 07·08·2002

অরণ্য রক্ষায় প্রাণ দিয়ে সবুজের প্রহরীর সম্মান

দেবদূত ঘোষঠাকুর

চাকরি ওঁর পাকা হয়নি তখনও। কিন্তু জঙ্গলে থাকতে থাকতে বন্যপ্রাণী আর গাছগাছড়ার উপরে মায়া পড়ে গিয়েছিল খুব। স্ত্রীকে দাঁতনের জন্য গাছের ডাল পর্যন্ত ভাঙতে দিতেন না তিনি। এই ভালবাসাই শেষ পর্যন্ত কাল হল। একা হাতে কাঠ-চোরদের মোকাবিলা করতে গিয়ে প্রাণ দিলেন ঝাড়গ্রামের কাঁকড়াঝোড় বনবাংলোর চৌকিদার মধু মানকে। জঙ্গল রক্ষায় মধুর এই জীবনদানের কোনও মূল্য দেয়নি রাজ্য সরকার। কিন্তু বন বিভাগের অস্থায়ী ওই কর্মীর অবদান মুগ্ধ করেছে দেশের অরণ্যপ্রেমীদের। কাজের স্বীকৃতি হিসাবে মধুকে মরণোত্তর গ্রিন গার্ড বা 'সবুজের প্রহরী' পুরস্কার দিল কলকাতার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'জংলি'।

বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, মধুর কাজের মধ্যে কিন্তু জঙ্গল পাহারার কথা বলাই ছিল না। ওঁর কাজ ছিল কাঁকড়াঝোড় বনবাংলোর অতিথিদের তদারক করা এবং ওই বাংলোর রক্ষণাবেক্ষণ। ৩৫ বছরের মধু নিজের কাজের সীমা ছাড়িয়ে কোনও সরকারি নির্দেশ ছাড়াই জঙ্গল বাঁচানোর দায়িত্বও তুলে নিয়েছিলেন নিজের কাঁধে। মধুকে খুব কাছ থেকে দেখা বন দফতরের এক অফিসার বলেছেন, "জঙ্গলের মধ্যে কাঠ কাটার শব্দ পেলেই ও ছটফট করে উঠত। আর ঘরে রাখা যেত না। একাই ছুটে যেত একটা লাঠি নিয়ে। নিজেই খেদিয়ে দিত কাঠ-চোরেদের। খবর পেয়ে বনরক্ষীরা পৌঁছনোর আগেই এগিয়ে যেত ওই চৌকিদার। অন্যদের দেরি দেখে আগ বাড়িয়ে এগিয়ে যাওয়াই ওর কাল হল শেষ পর্যন্ত। গ্রিন গার্ড পুরস্কারের জন্য অন্য কাউকে ভাবা যেত না।"

সবুজের প্রহরী: মধু মানকে।

কেন মধুকে তাঁরা এই পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করলেন, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে জংলির তরফে রাজা চট্টোপাধ্যায় বলেন, "নিজের কাজের বাইরেও ওই বনকর্মী জঙ্গল বাঁচাতে যে-ভাবে কাঠ-চোরেদের মোকাবিলা করেছেন, তা দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে। মধুকে তাদের শত্রু বলে চিহ্নিত করে ফেলেছিল কাঠ-চোরেরা। একাধিক বার হুমকিও পেয়েছেন ফোনে। কিন্তু কাঠ-চোরেদের পিছু ছাড়েননি তিনি। কোনও বন্দুক ছাড়াই কেবল লাঠি হাতে ছুটে গিয়েছেন। আমাদের পুরস্কার তো এমন মানুষদের জন্যই। দেশ জুড়ে এমন মানুষই তো খুঁজে বেড়াই আমরা।" বন দফতর সূত্রে বলা হয়, ১৯৯৯ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় কাঁকড়াঝোড়-ময়ূরঝর্না জঙ্গল থেকে একটানা কাঠ কাটার আওয়াজ শুনে দু'জন বনরক্ষীকে খবর দিয়ে জঙ্গলের ভিতরে চলে যান মধু। অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন তিনি বাকি দু'জনের থেকে। কাঠ-চোরেরা এক সময় ঘিরে ধরে তাঁকে। মাথায় কুড়ুলের কোপ মারে। রক্তাক্ত মধুকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল হাসপাতালে। কিন্তু বাঁচানো যায়নি।

মধু মানকে এই পুরস্কার পেয়েছেন একক কৃতিত্বে। নিজের জীবন দিয়ে। শুধু মধু নয়, জংলি আরও কয়েক জনকে গ্রিন গার্ড পুরস্কার দিয়েছে। তবে একক কৃতিত্বের জন্য নয়, সামগ্রিক ভাবে জঙ্গল বাঁচানোর জন্য। চোরাশিকারিদের হাত থেকে বাঘ বাঁচানোর জন্য কেরলের পেরিয়ার ব্যাঘ্র প্রকল্পের ছ'জন কর্মী ও ২২ জন স্বেচ্ছাসেবককে দেওয়া হয়েছে এই পুরস্কার। ২২ জন স্বেচ্ছাসেবকই আবার এক সময়ের কুখ্যাত চোরাশিকারি। এক সময় বাঘ শিকারই ছিল যাঁদের পেশা, তাঁরা এখন যে-ভাবে বাঘ আগলে রেখেছেন, তার স্বীকৃতি হিসাবেই পুরস্কারের জন্য ওই ২২ জনকে বেছে নেওয়া হয়েছে বলে উদ্যোক্তারা জানান। এ ছাড়া জঙ্গল ও বন্যপ্রাণী বাঁচানোর সামগ্রিক কৃতিত্ব হিসাবে পুরস্কার পেয়েছেন কালকাড-মুন্ডানথুরাই ব্যাঘ্র প্রকল্প এবং সারিস্কা ব্যাঘ্র প্রকল্পের নির্বাচিত কর্মীরাও। কাঠ-চোর এবং চোরাশিকারিদের হাত থেকে গাছ ও বাঘ বাঁচানোর জন্য ওই বনকর্মীরা পেয়েছেন সবুজের প্রহরীর সম্মান।